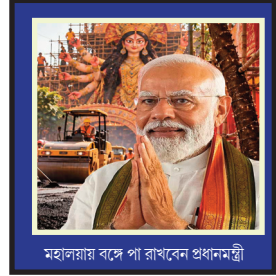




শুটিং করতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে, হাসপাতালে নুসরত

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



মহালয়ায় বঙ্গ পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

১৩ আশ্বিন ১৪৩৩। বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৫৯৯ সংখ্যা ১৮পাতা

মর্মান্তিক! মহারাষ্ট্রে বিরাট
টেডয়ের গ্রাসে মৃত্যু ৮
কিশোরের, বেড়াতে গিয়ে
সমুদ্রমানে বিপত্তি



শিরে সংক্রান্তি নেপালের!
৪ হিমবাহ হ্রদের জল
কমানোর কাজ শুরু,
বিপজ্জনক আরও ১৭

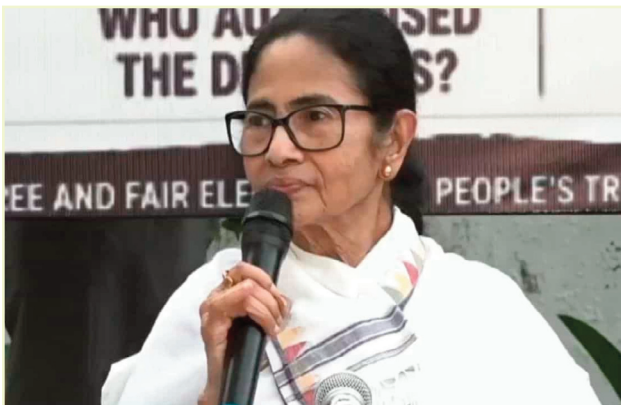


তালিবানদের বাগে আনতে ন
পেরে নিরীহ আফগানদের
হত্যা! ভয়াবহ বিমান হামলা
পাকিস্তানের



হার মানতে নারাজ মমতা

দিল্লিতে জ্ঞানেশ
সীমাকে নিশানা



নয়া জামানাবিধানসভা ভোটের ফল
প্রকাশের পাঁচ মাস পরেও পরাজয়ের জন্য
নির্বাচন কমিশনকেই কাঠগড়ায় তুললেন
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বৃধবার দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের
পর বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি
নিশানা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার
জ্ঞানেশ কুমার এবং কমিশনের
তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান সীমা খ
ন্যাকে মমতার কথায়, সীমা খান্না, ভ্যানিশ
কুমার হাইজ্যাক করেছে গোটা
ভোটপ্রক্রিয়া। তাঁর অভিযোগ, গণনার
দিন দুই-তিন রাউন্ডের পর, অর্থাৎ
পোস্টাল ব্যালট থেকেই কারচুপি শুরু
হয়। তার পরে সংবাদমাধ্যমকে ম্যানেজ
করে প্রচার করা হয়, বিজেপি জিতছে।
মমতার দাবি, জ্ঞানেশের একমাত্র লক্ষ্য
ছিল বিজেপিকে সম্ভ্রষ্ট করা। প্রশ্ন তুলে
তিনি বলেন, এঁদের পদত্যাগ চাইব না?
শাস্তি হবে না? জনতা চায়। এসআইআর
নিয়োগ সুর চড়ান তৃণমূলনেত্রী। তাঁর
বক্তব্য, ভোট লুট হয়েছে বলে তিনি
বহুদিন ধরে বলছেন। এর বিরোধিতায়
আদালতে গিয়ে নিজে সওয়াল করেছেন,

কিন্তু বিচার পাননি। এসআইআরে নাম
বাদ পড়া ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশনের
দফতরে গেলে কমিশনার নাকি তাঁকে
গেট লস্ট বলেছিলেন বলে দাবি মমতার।
এপ্রিলে ভোট হলেও তার আগের
অক্টোবর থেকেই এসআইআর চলেছে,
মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে
নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। ৪
মে ফল প্রকাশের পর থেকেই মমতা
একাধিকবার দাবি করেছেন, তিনি
হারেননি, হারানো হয়েছে। গণনাকেন্দ্র
থেকে সিসআরপিএফ জওয়ানরা তাঁকে
মারধর করে বের করে দিয়েছিলেন এবং
তার পর বিজেপি প্রার্থীকে জম্মি ঘোষণা
করা হয়, এমন অভিযোগও করেছেন
তিনি। যদিও তৃণমূলনেত্রীর এই বক্তব্যে
নতুন কিছু নেই বলেই মনে করছেন
রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁদের
মতে, পরাজয় মেনে না নিয়ে কমিশনকে
দোষারোপ করে চলেছেন মমতা, কিন্তু
সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রভাব আর
তেমন পড়ছে না। দিল্লির সাংবাদিক
বৈঠকে মমতার প্রশ্ন, জ্ঞানেশ কুমারকে
ক্ষমা করা হবে কীভাবে?

মহালয়ার আগে কলকাতার
৭৬ রাস্তা সারানোর লক্ষ্য

নয়া জামানা : মহালয়ার রাতে
কলকাতার রাস্তার পরিস্থিতি দেখতে শহর
পরিদর্শনে বেরোবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী। তার আগে হাতে মাত্র নদিন।
এই সময়ের মধ্যেই শহরের বেহাল রাস্তা
চিহ্নিত করে মোরামতির কাজ শেষ করতে
তৎপর হয়েছে কলকাতা পুরসভা। পুজোর
মুখে রাস্তার হাল নিয়ে যাতে নতুন করে
অভিযোগ না ওঠে, সেই লক্ষ্যেই সড়ক
বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের দ্রুত কাজ
শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে
পুরসভা সূত্রের খবর। পুরসভার তালিকায়
রয়েছে ৭৬টি ব্যস্ত রাস্তা। যান চলাচল

বেশি এমন রাস্তায় মূলত রাতেই কাজ
করার পরিকল্পনা হয়েছে। দিনের ব্যস্ত
সময়ে যানজট এড়াতে তুলনামূলক কম
ব্যস্ত রাস্তা এবং গলিতে দিনে মোরামতি
চলবে। অর্থাৎ পুজোর আগে রাস্তা
সংস্কারের পাশাপাশি যান চলাচল
স্বাভাবিক রাখাও পুরসভার কাছে বড়
চ্যালেঞ্জ। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের
দেওয়া তালিকা ধরে ইতিমধ্যেই কয়েকটি
জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে। চিংড়িঘাটা ও
ইএম বাইপাসের সংযোগস্থল, চিত্তরঞ্জন
অ্যাভিনিউয়ের একাধিক অংশে সংস্কার
চলছে।

মৃত্যুকামনা করেছিলেন হুমায়ুন

ভোটপ্রচারে গণদেবতার কাছে
বিচার চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা : বঙ্গ রাজনীতিতে অমানবিকতার
চরম নিদর্শন দেখিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।
আর বিরোধিতা নয়, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারীর মৃত্যুকামনা করে বসেন তিনি! এই
প্রসঙ্গে এদিন রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখ
ারভ সরকারের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে হুমায়ুন
কবীরকে অলআউট বিধলেন শুভেন্দু। হুমায়ুন
কবীরের মৃত্যুকামনার কথা স্মরণ করিয়ে
জনতার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, এই
লোককে ভোট দেবেন! তাঁর কথায়, রাজনীতির
ময়দানে লড়াই হয় এবং হবেও, বাক্য বিনিময়
হবে, তর্ক হবে, আলোচনা-সমালোচনা হবে,
একজন জিতবে-অন্যজন হারবে। আর এখানে
হুমায়ুন সাহেব বলছেন আমি প্রতি শুক্রবার
প্রার্থনা করছি অজিত পাওয়ারের মতো মুখ্যমন্ত্রী
তাজাতাড়ি উপরওয়ালার কাছে চলে যান! শত্রু
হলেও মুখে এই ভাষা আনি না। প্রসঙ্গত, রবিবার
ভরা সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুনের বলেছিলেন,
যত তাজাতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়,
উপরওয়ালার কাছে দোয়া চাইব। তিনি যেন
তাজাতাড়ি উপরে যাওয়ার টিকিট কেটে দেন।
অহংকারের পতন হবে, পৃথিবী থেকে যেতে
হবে। এদিন হুমায়ুনকে বিশ্বাসঘাতক বলে
চাঁচাছোলা আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি
বলেন, বিচারের ভার রেজিনগরের
গণদেবতার হুমায়ুনের উদ্দেশে শুভেন্দুর
বক্তব্য, আপনার লোকেরাই আপনার কাছ
থেকে সরে গেছে। কারণ আপনি আপনার
রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া কংগ্রেসের অধীর



চৌধুরীকে ছুরি মেরেছেন। আপনি যখন মন্ত্রী
ছিলেন, এখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিন মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বলেছিল,
এমএলএ চাইছেন না মন্ত্রী চাইছেন? সেদিন
রেজিনগরের লোক আপনাকে হারিয়েছিল।
নওদার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক
হুমায়ুন কবীরকে খোঁচা দিয়ে জনতার উদ্দেশে
প্রশ্ন ছুড়ে দেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, নওদা
থেকে বিধানসভায় গেছেন হুমায়ুন সাহেব। এই
৫ মাসে নওদার লোককে কী দিয়েছেন? একটা
ইটই গাঁথতে পারেননি। আগামী ৫৫ মাসেও
পারবেন না। শুধু হুমায়ুন নয়, এদিন
রেজিনগরের প্রচারমঞ্চ থেকে তৃণমূলকেও কড়া

ভাষায় তুলোধোনা করেন তিনি। শুভেন্দু স্পষ্ট
করে বলেন, ৫ মে মধ্যরাতে আমি বলেছিলাম
তৃণমূলের নাম-নিশান থাকবে না। ১৫০ দিনে
জোড়াফুলও নেই, তৃণমূলও নেই। কে আসল,
কে নকল। মমতা এআইটিসি তো গরুর গাড়ির
হেডলাইট, আরেকটা ডেমোক্রটিক টিএমসি।
রেজিনগর কেন, গোটা বাংলায় এদের নাম
পাবেন না। যেমন কর্ম তেমন ফল তো পেতেই
হবে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিল মুকুল রায়।
আপনি বিজেপির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
করেছেন। শেষ আশ্রয়স্থল ছিল তৃণমূল
কংগ্রেস। আপনিও বিভাজনের রাজনীতি করে
ধর্মীয় স্থানকে সামনে রেখে রাজনীতি করেছেন।

ইন্দ্রনীলের থেকে পুজোর পাসের টাকা
মমতার অ্যাকাউন্টেও, দাবি ইডির

নয়া জামানা : দুর্গাপুজোর প্রিভিউ
শো-র পাসের টাকা নিয়ে দুর্নীতির
অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল
সেনকে প্রায় নশ্বণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ
করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
(ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার
দাবি, ইন্দ্রনীলের সংস্থার অ্যাকাউন্ট
থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে ৩০
লক্ষ টাকা গিয়েছে। নিজেদের এঞ্জ
হ্যাভেলে এই তথ্য জানিয়েছে
ইডি। ইডির বিবৃতি অনুযায়ী,
জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক
ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে
তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই
অভিযোগে নাম রয়েছে ইন্দ্রনীল,
তাঁর স্ত্রী তথা ম্যাসআর্টের সভাপতি

মধুচ্ছন্দা সেন,
সচিব প্রব্রজ্যোতি
বসু, সহ-সভাপতি
সায়ন্তন মৈত্র এবং
কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন
চট্টোপাধ্যায়ের।
অভিযোগ, ২০২২
সাল থেকে প্রায়
তিন বছর ধরে



পুজোর পাসের নামে বিপুল অর্থ
তোলা হয়েছে এবং তা ব্যক্তিগত
স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
তদন্তকারীদের দাবি, অন্তত ৮৫
কোটি টাকার একাধিক সরকারি
টেন্ডার নিয়ম ভেঙে ইন্দ্রনীলের
ঘনিষ্ঠদের সংস্থাকে দেওয়া
হয়েছে ইডির দাবি, ইন্দ্রনীলের

মালিকানাধীন অস্ট্রেলি
রেকর্ডস-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
৩.৮ কোটি টাকারও বেশি নগদ
জমা পড়েছিল। সেই অ্যাকাউন্ট
থেকেই মমতার অ্যাকাউন্টে ৩০
লক্ষ টাকা পাঠানো হয়। তবে
ইন্দ্রনীলের বক্তব্য, ওই অর্থ
রয়্যালটি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

পাস বিক্রির টাকা কীভাবে,
কোথায় পৌঁছেছে, তা খতিয়ে দেখ
ছেন তদন্তকারীরা। গত মঙ্গলবার
সকালে একাধিক দলে ভাগ হয়ে
তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা।
কসবায় ইন্দ্রনীলের বাড়ি,
পঞ্চসায়রে ইভেন্ট ম্যানেজার
অরিজিৎ দাশগুপ্তের বাড়ি এবং
হিন্দুস্তান পার্ক ও হাইল্যান্ড পার্কের
দুটি ঠিকানায় অভিযান হয়। প্রতিটি
জায়গা ঘিরে রাখেন কেন্দ্রীয়
বাহিনীর জওয়ানরা।
সিন্দুরে ইন্দ্রনীলের
বাগানবাড়িতেও পৌঁছন
আধিকারিকরা। পরে তাঁকে সিজিও
কমপ্লেক্সে তলব করে প্রায় নশ্বণ্টা
জেরা করা হয়।





১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

স্বাস্থ্য

নয়া জামানা

মাইক্রোপ্লাস্টিক

যে নীরব ঘাতক শরীরে ঢুকছে

মানবদেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার উপস্থিতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন শঙ্কার সৃষ্টি করেছে। রক্ত, লালা, কফ, এমনকি স্তন্যদুধেও পাওয়া গেছে এসব ক্ষুদ্র কণা। সম্প্রতি এগুলো হাড়ের ভেতরেও পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব কণার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে হতে পারে ভয়াবহ। বিবিসি'র এক গবেষণাধর্মী নিবন্ধে উঠে এসেছে এমন তথ্য ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের রথামস্টেড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত ১৮৪৩ সাল থেকে সংগ্রহ করা মাটি ও ফসলের নমুনায়ও মিলেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। গবেষক অ্যাভি ম্যাকডোনাল্ড জানান, ১৯৬০ সালের পর থেকে এসব কণার পরিমাণ বেড়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিস্তার তার জন্য দায়ী বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি বছর গড়ে একজন মানুষ ৫২,০০০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা খাচ্ছেন। পানি, খাবার এবং বাতাসের মাধ্যমে এসব কণা আমাদের শরীরে ঢুকছে। ২০২৪ সালের এক গবেষণায় জানা যায়, ১৯৯০ সালের তুলনায় মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণের হার ছয় গুণ বেড়েছে। স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব জানতে ২০২৫ সালের শুরুর দিকে আটজন স্বেচ্ছাসেবীকে দিয়ে লন্ডনে চালানো হয় একটি পরীক্ষামূলক ট্রায়াল। গবেষণায় দেখা হয়, কীভাবে টি ব্যাগ ডুবানো পানি বা প্লাস্টিক পাত্রে গরম খাবার গরম করলে মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে প্রবেশ করে। এরপর ১০ ঘণ্টা ধরে তাদের রক্তে এসব কণার গতিবিধি পরীক্ষা করা হয়। গবেষণার প্রধান স্টেশন রাইট বলেন, এই গবেষণা আমাদের শরীরের রক্তে কত পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশ করে তা নির্ধারণে সহায়তা করবে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণাগুলোই রক্তে প্রবেশের সম্ভাবনা বেশি। ২০২৪ সালে চীনা গবেষকরা হাড় ও পেশির ভেতর মাইক্রোপ্লাস্টিক খুঁজে পান। তাদের আশঙ্কা, এটি শরীরচর্চার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। একই বছর ইতালির এক গবেষণায় ধূমপানকারীরা মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায়। এতে আক্রান্তদের হৃদরোগ, স্ট্রোক বা আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি ৪.৫ গুণ বেড়ে যায়। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা মৃতদেহের মস্তিষ্কে মাইক্রোপ্লাস্টিক খুঁজে পান। যাদের ডিমেনশিয়া ছিল, তাদের মস্তিষ্কে প্লাস্টিক কণার পরিমাণ ১০ গুণ বেশি ছিল। গবেষক ম্যাথিউ ক্যাম্পেন জানান, প্লাস্টিক কণা মস্তিষ্কে চর্বি ও শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাই সরাসরি মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে হৃদরোগ বা ডিমেনশিয়া হয়; এ দাবি করতে রাজি নন গবেষকরা। তাদের মতে, এসব কণা অন্যান্য ঝুঁকির সঙ্গে মিলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করে। এ বিষয়ের জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছে মাইক্রোপ্লাস্টিকের বৈচিত্র্য। এক লিটার বোতলজাত পানিতে প্রায় ২,৪০,০০০ কণা থাকতে পারে, যার মধ্যে সাত ধরনের প্লাস্টিক থাকতে পারে। কিছু প্লাস্টিক পরিবেশ থেকে ভারী ধাতু বা বিষাক্ত রাসায়নিক শোষণ করে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া, কিছু



প্লাস্টিক অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল রেজিস্ট্যান্স জিন বহন করে ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণু তৈরি করতে পারে। অস্ট্রিয়ার গবেষক ভেরেনা পিচলার বলেন, ন্যানোপ্লাস্টিক (১ মাইক্রোমিটারের কম) কোষের ভেতরে ঢুকে সেলুলার ডিএনএ ক্ষতি করতে পারে। এসব ক্ষতিকর কণা শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। ইতালির অধ্যাপক রাফায়েল মারফেলা জানান, মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে রক্তনালির সমস্যা, কোষে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহজনিত বার্ষিক ত্বরাণ্বিত হতে পারে। তিনি বলেন, ইদুরের ওপর চালানো গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রতিদিন ১০-১০০ মাইক্রোগ্রাম মাইক্রোপ্লাস্টিক শরীরে প্রবেশ করলে প্রদাহ ও বিপাকীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে মানুষের দেহে এসব প্রভাব কতটা ঘটে তা নির্ধারণ এখনও কঠিন। কারণ মানুষ একাধিক ধরনের ও উৎসের প্লাস্টিক গ্রহণ করে, এবং বয়স বা অন্যান্য অসুস্থতার ওপরেও নির্ভর করে এসব কণার প্রভাব। ফাই কাউসেইরো, যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক জানান, মাইক্রোপ্লাস্টিক শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তিনি এখন হাঁপানি রোগীদের কফ পরীক্ষা করছেন। এসব কণার উপস্থিতি ও প্রভাব বুঝতে তিনি বলেন, হাসপাতালের প্লাস্টিক মাঝ ও টিউবের মাধ্যমেও মাইক্রোপ্লাস্টিক রোগীদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের

মানবদেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার উপস্থিতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন শঙ্কার সৃষ্টি করেছে। রক্ত, লালা, কফ, এমনকি স্তন্যদুধেও পাওয়া গেছে এসব ক্ষুদ্র কণা। সম্প্রতি এগুলো হাড়ের ভেতরেও পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব কণার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে হতে পারে ভয়াবহ। বিবিসি'র এক গবেষণাধর্মী নিবন্ধে উঠে এসেছে এমন তথ্য ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের রথামস্টেড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত ১৮৪৩ সাল থেকে সংগ্রহ করা মাটি ও ফসলের নমুনায়ও মিলেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। গবেষক অ্যাভি ম্যাকডোনাল্ড জানান, ১৯৬০ সালের পর থেকে এসব কণার পরিমাণ বেড়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিস্তার তার জন্য দায়ী বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি বছর গড়ে একজন মানুষ ৫২,০০০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা খাচ্ছেন। পানি, খাবার এবং বাতাসের মাধ্যমে এসব কণা আমাদের শরীরে ঢুকছে।

পরামর্শ দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত গবেষকরা চাইছেন মাইক্রোপ্লাস্টিকের নিরাপদ মাত্রা

নির্ধারণ করে উৎপাদনকারীদের সচেতন করতে। তাতে হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই

নিঃশব্দ দূষণ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা করা সম্ভব হবে।





১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

কেস্টার পার্টি অফিসে ভাঙচুর

ক্ষমতার অপব্যবহারের ফল কটাক্ষ দিলীপের

নয়া জামানাঃ ভোটের ফল প্রকাশের পরই বীরভূমের সিউড়িতে তৃণমূল পার্টি অফিসে ভাঙচুরকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার রাতে সিউড়ির পুরনো বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডল উপস্থিত থাকার সময় তিন যুবক লাঠি ও মোটা গাছের ডাল নিয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এসি, কাচের জানলা, টেবিল-চেয়ার-সহ অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়। অনুব্রতকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। তবে তাঁর গুরুতর আঘাত লাগেনি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ তিন যুবককে আটক করে। তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন বলে দাবি করেন। পুলিশি হেফাজত থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে দেখা যায় বলে জানা গিয়েছে।

অনুব্রত নিরাপত্তা চাওয়ায় পুলিশি এসকর্টে তাঁকে বোলপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুব্রতের পক্ষ থেকে কোনও মামলা দায়ের না হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে ওই তিন যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পঞ্চায়তমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজনীতি এরকমই। কেউ কখনও উপরে, আবার কেউ কখনও নিচে। ক্ষমতা পেলে তার সঠিক ব্যবহার করতে হয়। তৃণমূল আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। মানুষ কষ্ট পেয়েছে। যেমন করছে, তেমনই ফল পাবে। তবে মারধর করে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, মানুষের ক্ষোভ এভাবেই প্রকাশ পায়। দিলীপ আরও দাবি করেন, দীর্ঘদিন বীরভূমে বিজেপিকে সভা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।



বেহাল রাস্তা, দীর্ঘ যাত্রার খাঙ্কা! এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা প্রাক্তন বিচারপতির

নয়া জামানাঃ বেহাল রাস্তার দশা। খানা-খন্দে ভরা। আর তাতেই বিরক্ত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেই কারণে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। খারাপ রাস্তা ও দীর্ঘ যাত্রার কারণ দেখিয়ে এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দিলেন বিচারপতি প্রাক্তন বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি সল্টলেকে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বর্তমানে এসআইআর ট্রাইব্যুনাল চলেছে। সেখানে বিচারকরা থাকতেন। প্রাক্তন বিচারপতি ইন্ড্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও ট্রাইব্যুনালের অংশ। আর ট্রাইব্যুনাল সেন্টার পড়েছে জোঁকাতে। প্রাক্তন বিচারপতির বক্তব্য, সল্টলেক থেকে জোঁকার দূরত্ব অনেক। আর সেই রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। আড়াই ঘণ্টার উপর সময় লাগে। ট্রাফিক জ্যামে অপেক্ষা করতে



হয়। এই যাতায়াতে তাঁর সমস্যা হচ্ছে। তাই ইস্তফার সিদ্ধান্ত তাকে প্রাক্তন বিচারপতি এও জানিয়েছেন, যদি সল্টলেকে বসে তাঁকে কাজের সুযোগ দেওয়া হয় তিনি ভেবে দেখতে পারেন। সূত্রের খবর, আগামী ২ নভেম্বর থেকে তাঁর ইস্তফার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে। সেই অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বস্তুত, প্রায় ১৯ জনের মতো অবসরপ্রাপ্ত

বিচারপতি ট্রাইব্যুনালে কাজ করছেন। বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন বিচারপতি নানা অসুবিধার কথা দেখিয়ে ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এর আগে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমও ট্রাইব্যুনালের কাজ থেকে ইস্তফা নিয়েছেন। ফলে, ট্রাইব্যুনালের কাজ কীভাবে দ্রুত হবে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেটে পুলিশি তদন্তে সাই হাইকোর্টের

নয়া জামানাঃ ভুয়ো এসসি জাতির শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগ উঠলে বিষয়টি শুধু প্রশাসনিক দফতরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রয়োজন হলে পুলিশিও এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত করতে পারবে। এমনই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে একটি মামলার শুনানিতে স্পষ্ট হয়ে গেল, ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট তৈরি বা ব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে আইনি নিষেধাজ্ঞা নেই। মামলাটির একটি এফআইআরকে কেন্দ্র করে। টুম্পা বিশ্বাস ওরফে টুম্পা রায় ওই এফআইআর বাতিলের আবেদন নিয়ে হাই কোর্টে যান। তাঁর দাবি ছিল, তপশিলি জাতির শংসাপত্রের বৈধতা বা অনিয়মের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের দেখার কথা। সেই কারণে সরাসরি পুলিশের মাধ্যমে এফআইআর করে তদন্ত



চালানো যায় না বলেই আদালতে সওয়াল করা হয় আবেদনকারীর এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য একমত হয়নি আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, কোনও ব্যক্তি ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করলে অথবা সেই নথি ব্যবহার করে সরকারি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করলে তার মধ্যে ফৌজদারি অপরাধের প্রশ্ন জড়িয়ে যেতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত করবে না এমন কোনও আইনি বিধান নেই হাইকোর্ট জানিয়েছে, অপরাধের অভিযোগ থাকলে তার তদন্ত করার ক্ষমতা পুলিশের রয়েছে। সেই কারণেই বনগাঁ থানায় দায়ের হওয়া

এফআইআরকে সরাসরি বেআইনি বলে বাতিল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এই মামলায় তাই এফআইআর খারিজের আবেদন গ্রহণ করেনি হাই কোর্ট। ফলে বনগাঁ থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে বলে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে। হাই কোর্টের এই সিদ্ধান্তে একটি বিষয় স্পষ্ট হল তপশিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে প্রশাসনিক যাচাইয়ের পাশাপাশি, অভিযোগের মধ্যে ফৌজদারি অপরাধের উপাদান থাকলে পুলিশি তদন্তও চলতে পারে।

অন্নপূর্ণায় নাম তোলার ফের সুযোগ, শুক্রবার থেকে সেবা সেতু

নয়া জামানাঃ বাংলার মহিলাদের জন্য ফের অন্নপূর্ণা যোজনা নাম তোলার সুযোগ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের মাসিক ৩ হাজার টাকা পৌঁছেছে। তবে এখনও বহু যোগ্য মহিলা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের জন্য শুক্রবার থেকে তিন দিনের বিশেষ জনকল্যাণ শিবির সেবা সেতু অভিযান শুরু হচ্ছে। শিবিরে অন্নপূর্ণা যোজনার পাশাপাশি আয়ুস্মান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শিক্ষাক্ষী, জয় জোহার, পিএম কিষান ক্রেডিট কার্ড, পিএম কিষান স্বনির্ধি-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের ২০টি

জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। কলকাতার ১৬টি বরো এবং রাজ্যের সমস্ত ব্লকে এই বিশেষ শিবির চলবে। কলকাতা পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিবিরের স্থান জানানো হয়েছে। পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, ১, ২ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য শিবির বসবে এফসিআই গোডাউনের কাছে গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জি রোডের উত্তরণ কমিউনিটি হলে। ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবির হবে খেয়ালি পার্কের কাছে পুবালা কমিউনিটি হলে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে পরিষেবা। বিভিন্ন সরকারি দফতরের

আধিকারিকদের পাশাপাশি একাধিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরাও শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। প্রকল্পগুলির আবেদনপত্র সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। পুজোর পর কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিবিরের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে বিধায়কদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভিডিও সামলাতে প্রতিটি শিবিরে বাড়তি পুলিশি নিরাপত্তার জন্য লালবাজারকে অনুরোধ



করেছে কলকাতা পুরসভা। সেই অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

১ অক্টোবর ২০২৬ ১১ বৃহস্পতিবার

উৎসবের আগেই
গ্যাসে আগুন

উৎসব মানেই আলো, আনন্দ, কেনাকাটা আর মানুষের ভিড়। কিন্তু সেই উৎসবের দরজায় দাঁড়িয়েই যদি বাড়িতে থাকে ব্যবসার খরচ তাহলে আনন্দের হিসেবেও কি একটু চাপ পড়ে না? অক্টোবরের প্রথম দিনেই বাণিজ্যিক এলপিজির দাম বৃদ্ধির খবর তাই নিছক একটি মূল্যতালিকা বদলের ঘটনা নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হোটেল, রেস্টোরাঁ, ক্যাটারিং ব্যবসা, ছোট খাবারের দোকান এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতার পকেটের হিসেবও। ১ অক্টোবর থেকে ১৯ কেরিজর বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিভারের দাম বিভিন্ন শহরে বেড়েছে। দিল্লিতে এক ধাক্কায় ৬২.৫০ টাকা বেড়ে দাম হয়েছে ২,৮১০ টাকা। মুম্বইয়ে বেড়েছে ৬৩ টাকা, চেন্নাইয়ে ৬৬.৫০ টাকা। পাটনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭১.৫০ টাকা নতুন দাম ৩, ১০০.৫০ টাকা। অর্থাৎ শহরভেদে দামের পার্থক্য থাকলেও বাতীটি একটাই বাণিজ্যিক রান্নার জ্বালানি ফের কিছুটা মহার্ঘ্য অবশ্য এই মূল্যবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, গৃহস্থালির ১৪.২ কেরিজর সিলিভারের দাম আপাতত অপরিবর্তিত। ফলে সরাসরি গৃহস্থের রান্নাঘরে এই মাসে নতুন বোঝা চাপেনি।

দিল্লিতে গৃহস্থালির সিলিভারের দাম ৯৪২ টাকাতাই রয়েছে কিন্তু এখানেই প্রশ্নের শেষ নয় কারণ একটি রেস্টোরাঁর রান্নাঘর আর একটি পরিবারের রান্নাঘরের অর্থনীতি এক নয়। একটি পরিবার মাসে কয়েকটি সিলিভার ব্যবহার করে। কিন্তু রেস্টোরাঁ, মিষ্টির দোকান, হোটেল, ক্যাটারার কিংবা রাস্তার খাবারের দোকানে বাণিজ্যিক গ্যাসের ব্যবহার অনেক বেশি। উৎসবের সময়ে যখন বিক্রি বাড়ে তখন রান্নার কাজও বাড়ে আর তার সঙ্গে বাড়ে জ্বালানির প্রয়োজন ফলে প্রতি সিলিভারে কয়েক দশ টাকা অতিরিক্ত খরচও মাসের শেষে ব্যবসার মোট ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তারপর আসে আরও বড় প্রশ্ন এই অতিরিক্ত খরচ কে বহন করবে? ব্যবসায়ী যদি পুরো বোঝা নিজের কাঁধে নেন তাহলে কমে যেতে পারে লাভের পরিমাণ। আর সেই খরচের কিছুটা যদি ক্রেতার ওপর চাপানো হয় তাহলে খাবারের দাম বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অবশ্য প্রতিটি ব্যবসা একইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে এমন নয়। প্রতিযোগিতা, বিক্রি, গ্যাসের ব্যবহার, অন্যান্য কাঁচামালের দাম এবং স্থানীয় বাজার সবকিছুর ওপর নির্ভর করবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত। তাবু উৎসবের মরশুমে বিষয়টি গুরুত্বহীন নয়। এই সময় সাধারণ মানুষও বাজারমুখী হন। পুজোর কেনাকাটা, বাইরে খাওয়া, অনুষ্ঠান, ক্যাটারিং সব ক্ষেত্রেই খরচ বাড়ে। তার মধ্যে যদি ব্যবসায়িক রান্নার জ্বালানির খরচও বাড়ে তাহলে মূল্যস্ফীতির চাপ পরোক্ষভাবে বাজারে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে মূল্যবৃদ্ধির কারণটিও বোঝা জরুরি। এলপিজির দাম নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজারের বৈশ্বমার্ক মূল্য এবং মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার মতো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। শহরভেদে স্থানীয় কর ও অন্যান্য উপাদানের কারণেও চূড়ান্ত দাম আলাদা হতে পারে। এখানে তাই আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন নজরদারি। গ্যাসের দাম বাড়লেই যে সঙ্গে সঙ্গে সব খাবারের দাম বাড়তে হবে এমন কোনও সরল সমীকরণ নেই। আবার ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়ছে সেটিও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। প্রয়োজন স্বচ্ছ হিসাব, যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ এবং বাজারের ওপর নজর।

যশ চোপড়া বলিউডের
চিরন্তন রোমান্সের রাজা

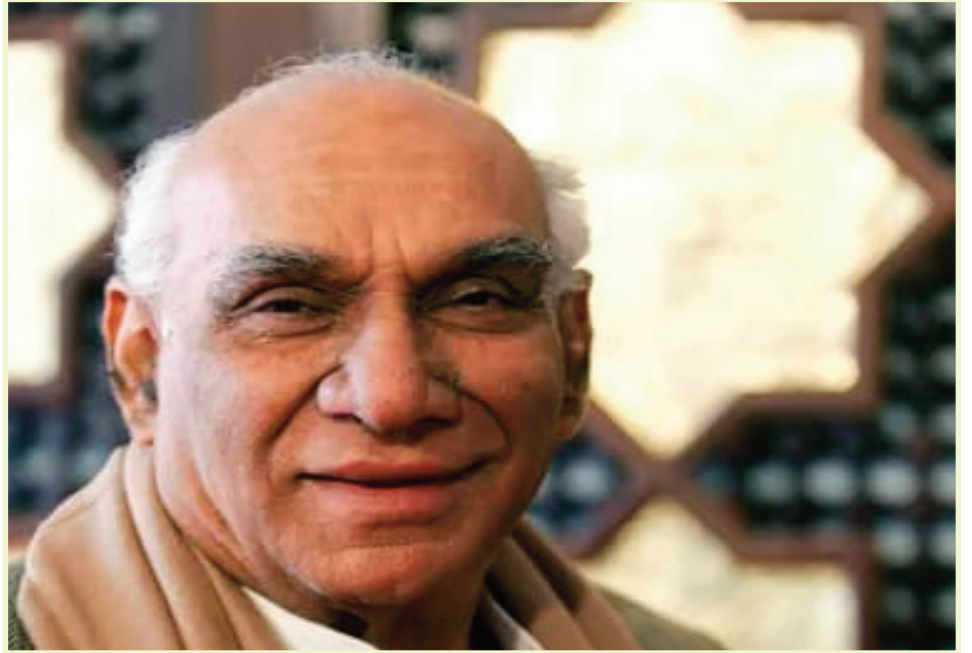
শর্মিলা দত্ত

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘রোমান্স’ শব্দটির সাথে যে নামটি সবচেয়ে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে তিনি হলেন যশ চোপড়া। পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি হিন্দি সিনেমাকে শুধু নতুন রূপ দেননি, বরং ভালোবাসার এক নতুন ভাষা শিখিয়েছেন। সাধারণ প্রেমকাহিনীকে সেলুলয়েডের পর্দায় মহাকাব্যিক রূপ দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা তাকে বলিউডে এনে দিয়েছিল ‘কিং অব রোমান্স’ বা ‘রোমান্সের রাজা’র খ্যাতি। ১৯৩২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন যশ চোপড়া। পরবর্তীতে তার পরিবার পাঞ্জাবের জলন্ধরে চলে আসে। বড় ভাই বি আর চোপড়ার হাত ধরে সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে তার পথচলা শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে ‘ধূল কা ফুল’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তার স্বাধীন পরিচালক হিসেবে অভিষেক ঘটে। এরপর ‘ধর্মপুত্র’ (১৯৬১) এবং ভারতের প্রথম মাল্টি-স্টারার ছবি হিসেবে খ্যাত ‘ওয়াঙ্ক’ (১৯৬৫) পরিচালনার মাধ্যমে তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তবে যশ চোপড়ার আসল রূপ প্রকাশ পায় যখন তিনি প্রেমের গল্প নিয়ে কাজ করা শুরু করেন।

ভালোবাসা প্রকাশে তার নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা আগের হিন্দি সিনেমায় খুব একটা দেখা যেত না। ১৯৭৩ সালে নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘যশ রাজ ফিল্মস’ প্রতিষ্ঠার পর তিনি একের পর এক কালজয়ী সিনেমা উপহার দেন। ‘দাগ’, ‘কভি কভি’, ‘ত্রিশূল’, ‘কালা পাথর’ এবং ‘সিলসিলা’-র মতো চলচ্চিত্র দিয়ে তিনি তার এই যাত্রাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। যশ চোপড়ার সিনেমা মানেই ছিল নয়নাভিরাম দৃশ্য। সুইজারল্যান্ডের বরফাবৃত পাহাড়, কাশ্মীরের টিউলিপ বাগান, সরষে ক্ষেত আর আকাশে ভাসমান রঙিন বেলুন এসবই ছিল তার সিনেমার ট্রেডমার্ক। হিন্দি সিনেমায় ইউরোপ, বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডকে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলার পেছনে তার বড় অবদান ছিল। প্রেমের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও আবেগের এই মেলবন্ধন অন্য কোনো পরিচালকের কাজে এত নিখুঁতভাবে দেখা যায়নি।

শুধু পরিচালক হিসেবেই নয়, একজন দূরদর্শী প্রযোজক হিসেবেও তিনি হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিকে বদলে দিয়েছিলেন। নবাগতদের সুযোগ দেওয়া এবং নতুন ধারার সিনেমার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে তিনি সর্বদা অগ্রণী ছিলেন। ১৯৯০-এর দশকে ‘চাঁদনি’ ও ‘লামহে’-র মতো দুর্দান্ত প্রেমের ছবির পর, ১৯৯৭ সালে মুক্তি পায় ‘দিল তো পাগল হ্যায়’। এরপর দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ২০০৪ সালে নিয়ে আসেন দুই ভিন্ন দেশের প্রেমের প্রেক্ষাপটে নির্মিত কালজয়ী ছবি ‘বীর-জারা’।

ছবিতে সঙ্গীতের সঠিক ব্যবহার ছিল তার সাফল্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। তার



ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘রোমান্স’ শব্দটির সাথে যে নামটি সবচেয়ে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে তিনি হলেন যশ চোপড়া। পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি হিন্দি সিনেমাকে শুধু নতুন রূপ দেননি, বরং ভালোবাসার এক নতুন ভাষা শিখিয়েছেন। সাধারণ প্রেমকাহিনীকে সেলুলয়েডের পর্দায় মহাকাব্যিক রূপ দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা তাকে বলিউডে এনে দিয়েছিল ‘কিং অব রোমান্স’ বা ‘রোমান্সের রাজা’র খ্যাতি। ১৯৩২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন যশ চোপড়া। পরবর্তীতে তার পরিবার পাঞ্জাবের জলন্ধরে চলে আসে। বড় ভাই বি আর চোপড়ার হাত ধরে সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে তার পথচলা শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে ‘ধূল কা ফুল’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তার স্বাধীন পরিচালক হিসেবে অভিষেক ঘটে। এরপর ‘ধর্মপুত্র’ (১৯৬১) এবং ভারতের প্রথম মাল্টি-স্টারার ছবি হিসেবে খ্যাত ‘ওয়াঙ্ক’ (১৯৬৫) পরিচালনার মাধ্যমে তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তবে যশ চোপড়ার আসল রূপ প্রকাশ পায় যখন তিনি প্রেমের গল্প নিয়ে কাজ করা শুরু করেন। ভালোবাসা প্রকাশে তার নিজস্ব এক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা আগের হিন্দি সিনেমায় খুব একটা দেখা যেত না। ১৯৭৩ সালে নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘যশ রাজ ফিল্মস’ প্রতিষ্ঠার পর তিনি একের পর এক কালজয়ী সিনেমা উপহার দেন। ‘দাগ’, ‘কভি কভি’, ‘ত্রিশূল’, ‘কালা পাথর’ এবং ‘সিলসিলা’-র মতো চলচ্চিত্র দিয়ে তিনি তার এই যাত্রাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। যশ চোপড়ার সিনেমা মানেই ছিল নয়নাভিরাম দৃশ্য। সুইজারল্যান্ডের বরফাবৃত পাহাড়, কাশ্মীরের টিউলিপ বাগান, সরষে ক্ষেত আর আকাশে ভাসমান রঙিন বেলুন এসবই ছিল তার সিনেমার ট্রেডমার্ক। হিন্দি সিনেমায় ইউরোপ, বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডকে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলার পেছনে তার বড় অবদান ছিল।

পরিচালিত ছবির গানগুলো যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার থেকে শুরু করে শিব-হরি বা মদন মোহনের সুর; সব মিলিয়ে তার সিনেমার গানগুলো ছিল এক একটি আবেগ।

২০১২ সালে মুক্তি পায় তার জীবনের শেষ পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘জব তক হ্যায় জা’। এই ছবির কাজ শেষ করার কিছুদিন পরই, ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর, এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

ছয়টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ১১টি ফি ল্ম ফে য়া ব পুরস্কারসহ অজস্র সম্মাননায় ভূষিত এই গুণী পরিচালক ভারত সরকারের ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিতেও ভূষিত হন। যশ চোপড়া আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার অমর সৃষ্টিগুলো আজও যেকোনো প্রেমিক হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। হিন্দি সিনেমা যত দিন থাকবে, রূপালী পর্দায় প্রেমের রাজপুত্র হিসেবে যশ চোপড়ার নাম ঠিক তত দিনই অমর হয়ে থাকবে।



১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ময়নাগুড়ি কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের মুখ ভার

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : আসন্ন দুর্গা পূজার আর বেশি দিন বাকি নেই। সামনেই মহালয়া, তাই ময়নাগুড়ি কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে তবু এই কুমারটুলির মৃৎশিল্পীরা বলেন প্রতিবছর যতগুলো দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় তার তুলনায় এবার অনেক কম তৈরি হয়েছে। কারণ প্রতিমার অর্ডার নেই। তারপর প্রতিমা গড়ার জিনিসপত্রের যেমন মাটি, রং, কাপড়, বাশ, পোয়াল, কাঠের যেভাবে দাম বেড়েছে সেই তুলনায় প্রতিমার দাম দিচ্ছে না খেদেবরা। বাজারের অবস্থা ভালো নেই। বিপাকে মৃৎশিল্পীরা। তারা আরো বলেন মানুষের হাতে টাকা পয়সা নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যও খারাপ। ফলে এটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা আরো এক মৃৎশিল্পী বললেন



পাল বলেন গতবারের তুলনায় এবার তিনি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন মাত্র দশটি। গতবারের তুলনায় এবারের বাজারের অবস্থা খুব খারাপ। এছাড়াও এবছরের তুলনায় গত বছর অনেক ভালো বাজার ছিল বলে তিনি জানান। কুমারটুলির

আরেক মৃৎশিল্পী সুধীর পাল বলেন ওই একই কথা। তারা জানান এভাবে জিনিসের দাম বেশি কিন্তু প্রতিমার দাম কম বলছে খেদেবরা। ফলে হয়তো আর বেশিদিন ব্যবসা করা যাবে না। এই ব্যবসা থেকে অন্য পেশায় সরে যেতে হবে।

ফেরিওয়ালার ব্যাগ থেকে উদ্ধার বিপুল গাঁজা!

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : ফেরিওয়ালার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল গাঁজার প্যাকেট গ্রেপ্তার মামা-ভাণ্ডা উভয়ের বাড়ি পাঞ্জাবে। ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় এলাকায় বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের নাম বিকাশ কুমার ও রাজেশ কুমার। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা কোচবিহারের দিক থেকে যাত্রীবাহী বাসে আসছিল শিলিগুড়ি যাবার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা মোড় এলাকায় তারা সেই গাড়ি থেকে নেমে যায়। অন্য গাড়ি করে শিলিগুড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এদিকে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে তারা যে ব্যাগে করে কাপড় ফেরি করে সেই ব্যাগেই রয়েছে একাধিক গাঁজার প্যাকেট। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় খবর



দেওয়া হয় ময়নাগুড়ির বিডিও সৌমেন দাসকে। বিডিও ঘটনাস্থলে আসার পর তার উপস্থিতিতে শুরু হয় ব্যাগের তল্লাশি। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস। পরে সেখান থেকে উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেটগুলি। গাঁজার পরিমাণ ছিল ১০ কেজি ২৫০ গ্রাম। অন্যদিকে অভিযুক্তরা জানিয়েছেন, তারা শিলিগুড়িতে ট্রেন ধরার

উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পাঞ্জাব থেকে ফোন এসেছিল কোচবিহারে একজন তাদের গাঁজার প্যাকেটগুলি দেবে। যেহেতু তারা বাড়ি আসছে সেগুলি নিয়ে এলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আর সেই লোভেই পা দিয়ে পুলিশের জালে ধরা পরলো মামা ভাণ্ডে। এদের সঙ্গে আরো অন্য কেউ আছে কিনা সে বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানা তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশের কাজে বাধা ও হামলার অভিযোগ, গ্রেফতার সিভিক

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি : পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, দুর্ব্যবহার ও পুলিশ আধিকারিকের উপর হামলার চেষ্টার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় খড়িবাড়ির ভাল্লুকগাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে ভাল্লুকগাড়া এলাকার একটি মোড়ে এক যুবক ও এক যুবতী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে

স্থানীয় কয়েকজন এবং যুবতীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ওই যুবক-যুবতীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেখানে উপস্থিত নকুল রায় নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি

থানার ওসিকে হুমকি এবং এক পুলিশ আধিকারিকের উপর হামলার চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর পুলিশ নকুল রায়কে গ্রেফতার করে। ধৃতের বাড়ি খড়িবাড়ির গৌরীজোত এলাকায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার শিলিগুড়ি জিআরপি থানায় কর্মরত ছিলেন। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

১৫০০ টাকায় মিলবে বালি! উপভোক্তাদের বড় স্বস্তি

নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর : খাতড়া ব্লকে কোনও বালিঘাট নেই ফলে নির্মাণকাজের জন্য বালি আনতে হয় ওন্দা, পুরুলিয়ার মানবাজার সহ দূরের এলাকা থেকে। এলাকায় যারা বালি ব্যবসায়ী আছেন তারা বড় ট্রাকে করে বালি এনে ট্রাক্টরে করে বিক্রি করেন। কিন্তু বর্ষায় বৈধ বালিঘাটগুলির একাংশ বন্ধ থাকায় সেই সমস্যা আরও বেড়েছে। বাজারে এক ট্রাক্টর বালির দাম পৌঁছেছে সাড়ে ছয় থেকে সাত হাজার টাকায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি দাম দিয়েও সময়মতো বালি মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে আবাস



অফিসে নথিপত্র যাচাইয়ের পরে উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। তাদের একটি টোকেন দেওয়া হচ্ছে। সেই টোকেন দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে বালি নেওয়া যাচ্ছে। বিএলআরও (খাতড়া) দেবশীষ সরকার বলেন, বর্তমানে বালির সঙ্কট রয়েছে। প্রশাসনের তরফে মেজিয়া এলাকা থেকে বালি এনে আবাসের উপভোক্তাদের ১৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। মেজিয়ার একটি বালিঘাটের ইজারাদারকে বালি সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। খাতড়া

তবে বালি পরিবহণের খরচ উপভোক্তাকেই বহন করতে হচ্ছে। বিডিও (খাতড়া) দেবজিৎ রায় বলেন, ব্লকে বর্তমানে আবাস যোজনার প্রায় ২৭৩৮ জন উপভোক্তা রয়েছেন। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত ৩০০০ সিএফটি বালি পাওয়া গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা সম্প্রতি দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেয়েছেন, মূলত তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক

এলাকায় এমনিতেই বালি সহজে পাওয়া যায় না। খাতড়ার আমাডোবা গ্রামের মহাদেব মাহাতো, সোনারডাঙ্গার সুকদেব হেমরমরা বলেন, দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেয়েছি। কিন্তু বালির জন্য বাড়ির কাজ এগোচ্ছিল না। এখানে ১৫০০ টাকায় বালি পাওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। বাজারে এক ট্রাক্টর বালির জন্য সাত হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছিল।

ভর্তি চলছে

PCI Code : PCI-10903

GAZOLE COLLEGE OF PHARMACY

Mob : 9475647033

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

“ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী ”(D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ফের স্থগিত বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ভোট প্রক্রিয়া

নয়া জামানা,বীরভূম : ২২শে নভেম্বর ভোটের দিন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু পুজোর মুখে ফের স্থগিত হল বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন প্রক্রিয়া। ভোটার তালিকা থেকে মৃত সদস্যদের নাম বাদ দেওয়া এবং তালিকা সংশোধনের দাবিতে কয়েকজন সদস্যের আবেদনের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমবায় দপ্তর। বুধবার এনিয়ে ফ্লোভ প্রকাশ করেন নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করা সদস্যরা। সূত্রের খবর বুধ ও বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমার কথা ছিল। শনিবার যাচাই এবং রবিবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। এরপর ২২শে নভেম্বর ভোট



ও গণনার সূচি ছিল। প্রসঙ্গত, প্রায় পাঁচ বছর ধরে নির্বাচন হয়নি সমিতিতে। ২০২৫ সালের ২৭শে জুলাই ভোট হওয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় পুলিশ না পাওয়ায় ২৩শে জুলাই নির্বাচন স্থগিত হয়। পরে আর ভোট হয়নি। আপাতত প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। পুজোর ছুটি মিটলেই ফের নির্বাচনের কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

কর্মীসভা ঘিরে হাইভোল্টেজ বৈঠক কংগ্রেসের

নয়া জামানা,ইসলামপুর : শুক্রবার ধনতোলায় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তুষার কান্তি গুহর উপস্থিতিতে আয়োজিত জয়েনিং সভা সফল করার পাশাপাশি গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মী সভার প্রস্তুতি শুরু করল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালবাজার উপস্থানকে কেন্দ্র করে ৯টি বুথের কংগ্রেসের বুথ সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করল ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব বৈঠকে কর্মসূচি সফল করা এবং বুথস্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি হারুন রশীদ, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া নন্দী,



গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস অঞ্চল সভাপতি দাইমুল, যুব নেতা সাকির আলম কাউসার-সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা ব্লক নেতৃত্বের দাবি, মূল লক্ষ্য।

বিরোধীদের তীব্র আক্রমণে বিষ্ণুপুর সাংসদ

নয়া জামানা,বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বার্তা বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের। তাঁর বক্তব্য, হুমায়ুন কবীর ও কুণাল ঘোষের মতো নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্যে যুব সমাজ যেন বিভ্রান্ত না হয় বীরভূমের সাম্প্রতিক ঘটনাতোও তিনি প্রতিক্রিয়া জানান। সৌমিত্র খাঁ বলেন, বিজেপিকে কেউ দুর্বল ভাববেন না। আমরা চুপচাপ আছি বলে দুর্বল নই। পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা,



আগুন ছড়াবেন না, অর্থাৎ পরিস্থিতিতে আরও উত্তপ্ত করার মতো বক্তব্য বা পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

পাশাপাশি তাঁর দাবি, শুধু নেতিবাচক প্রচার নয়, রাজ্যে যে ইতিবাচক কাজগুলি হচ্ছে, সেগুলিও মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

গঙ্গা-বাঁধে ভাঙন, চরম বিপাকে ভূতনীবাসী

নয়া জামানা, মালদাঃ বন্যার জল নামতে না নামতেই এবার ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন শুরু হল মালদা জেলার মানিকচকের ভূতনীতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলা ব্যাপক ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাঁধের একাংশ। ভাঙন রোধে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে পুরো বাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা জানালেন এলাকাবাসী। উল্লেখ্য, গত ৩রা সেপ্টেম্বর মানিকচকের ভূতনীতে গঙ্গার বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় ১৫ দিন গোটা ভূতনী এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি বন্যার জল নেমেছে। আর বন্যার জল নামতে না নামতেই এবার দেখা দিয়েছে ভাঙন আতঙ্ক। গত কয়েক দিন ধরেই ভূতনীর উত্তর চতুপূর্বের আলাদিয়াটোলায় নদী বাঁধ থেকে কিছুটা দূরে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছিল যা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। নদী বাঁধ থেকে ডিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুরে ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়। সেই ভাঙনের জেরে আলাদিয়াটোলায়



নদীবাঁধের একাংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যা দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। তাদের বক্তব্য, যে হারে ভাঙন চলছে তা দেখে চিন্তায় তাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি ভেঙে সরে পড়ার উপক্রম তৈরি হয়েছে। প্রশাসন এখনই বাঁধ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী গঙ্গা গোটা বাঁধ গিলে পড়বেন। এই পরিস্থিতিতে জেলা সেচ দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে। কিন্তু সেই কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। তারা বাঁধ রক্ষায় পাকাপোক্ত কাজের দাবী জানান। এই বিষয়ে মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল জানান, গঙ্গার জল নামার সঙ্গে সঙ্গে ভূতনীর বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে। সেই ভাঙন আটকাতে সেচ দপ্তর যথেষ্টই তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। এছাড়াও ভাঙন রোধে বিশেষজ্ঞরা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তারা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আশা করছেন আগামী দিনে সমস্যার সমাধান হবে।

মৃত জেসমিনার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা,নদীয়া : ভোট প্রচারের সময়ে লজেঙ্গ কুড়োতে গিয়ে রেজিনগরের জেসমিনা খাতুনের (৬) মৃত্যু হয় গত রবিবার। বৃহস্পতিবার জেসমিনার বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন। পাশাপাশি তিনি জানালেন, ভোট প্রক্রিয়া মিটে গেলে সরকারি সহযোগিতার বিষয়টিও তিনি দেখবেন। উল্লেখ্য, রেজিনগরের লোকনাথপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের সময়ে রবিবার সকালে লজেঙ্গ কুড়োতে গিয়ে একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছিল জেসমিনা। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার রাতে সেখানেই তার মৃত্যু



হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতড় শুরু হয়েছে। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার রেজিনগরে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে গিয়ে জেসমিনার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে চান। পরিবারের তরফে তাঁকে জানানো হয়, ছোট্ট জেসমিনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার আগেই অবস্থা আরও খারাপ হয়। তারপরেই তার মৃত্যু হয়। এদিন জেসমিনার পরিবারের সদস্যদের পাশে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি, পুজোর আগে প্রকৃতির মায়াবী উপহার!

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : শরতের আকাশে পুজোর আগমনী সুর। আর সেই উৎসবের আবহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোর থেকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা সর্বত্রই দেখা গেল ঘন কুয়াশার আশ্রয়। সমতলের বুকেই যেন তৈরি হল পাহাড়ি আবহাওয়ার এক মায়াবী পরিবেশ। সকাল গড়াতেই কুয়াশার ঘনত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাস্তা, গাছপালা, বাড়িঘর সবকিছুই যেন ঢেকে যায় সাদা কুয়াশার আবরণে। পরিচিত জলপাইগুড়ি শহরকে এদিন ভোরে

অনেকটাই অচেনা লাগছিল। প্রকৃতির এই অনন্য রূপে মুগ্ধ হন শহরবাসী। সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। পুজোর প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত শহর থেকে গ্রাম, ঠিক তখনই সকালের এই কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া যেন উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে দিল। শরতের স্নিগ্ধ পরিবেশে কুয়াশার এমন উপস্থিতি অনেকের মনেই জাগিয়ে তুলেছে পাহাড়ের স্মৃতি। অন্যদিকে, কুয়াশার কারণে সকালের দিকে গরমের তীব্রতাও কিছুটা কম অনুভূত হয়। ফলে প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের মধ্যেও দেখা যায় বাড়তি উৎসাহ।



১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

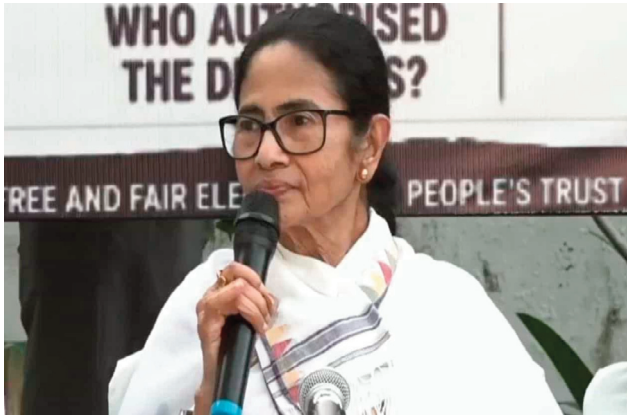
ভুবনজেডা

নয়া জামানা

ইমিউনিটি দিয়ে আইন নিজের হাতে নয় কমিশনকে তোপ মমতার

নয়া জামানাঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন বিরোধীদের অস্ত্র। ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা একযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্রে শান দিচ্ছে। আন্দোলনে নামার ডাকও দিচ্ছে তারা। বুধবার নয়া দিল্লিতে জোটের বৈঠকে উপস্থিত থাকার পর বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বিলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, সেই বিল নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন তিনি। ২০২৩ সালে সংসদে একটি বিল পাশ হয়। সেই বিলে এক বিশেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনারকে।

দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাক্ট, ২০২৩-এ বলা হয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেওয়া কোনও পদক্ষেপের জন্য আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ করতে পারবে না। সেই বিল নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি



প্রশ্ন করতে চাই, হার্ট থাকলে তার ইমিউনিটির দরকার হয়। কিন্তু হার্ট কোলাপস হয়ে গেলে, তার আর ইমিউনিটির কী দরকার। ইমিউনিটির নামে আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, লোকসভা আর রাজ্যসভা থেকে সেইসময় ১৪৭ জন সাংসদকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই সময়ই ওই বিল পাশ হয়। জোর করে বিল পাশ করানো হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওই

বিল পাশ হয়নি। গণতন্ত্রকে শেষ করতে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। এসআইআর ইস্যুতে যে শুরু থেকেই সরব ছিলেন তিনি, সে কথা এদিন আরও একবার মনে করিয়ে দেন মমতা। তিনি বলেন, আমরা আদালতেও গিয়েছি। কমিশনে গিয়েছি। কোথাও বিচার মেলেনি। আমাদের বৈজ্ঞানিক করেছি। আমার দলের নেতাদের বলেছে গেট লস্ট। কী ভাবে এমনটা বলতে পারে তিনি

আরও উল্লেখ করেন, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যপালও বদলে দেওয়া হয়েছিল। যিনি রাজ্যপাল ছিলেন, তাঁর ৫ বছর শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, বিহারে কংগ্রেস, আরজেডি যখন এসআইআর বুঝেছে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ইন্ডিএম মেশিনে আগুন লাগানোর অভিযোগ তুলে এদিন জেলা ধরে ধরে তথ্য প্রকাশ করেন মমতা। হিসেব কষে বুঝিয়ে দেন এসআইআরে কত নাম বাদ পড়েছে।

কলকাতা ছাড়াও বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলির মতো একাধিক জেলার তথ্য দেন মমতা। মমতা বলেন, অনেক নির্বাচন কমিশনার দেখেছি।

এরকম কোনোদিন দেখিনি। যা দেখেছি, তা দেখানোর জন্যই নথি নিয়ে এসেছি। সব গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবিও জানান তিনি। উল্লেখ্য, কমিশনারের রক্ষাকবচ সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

ককপিটে সহ- পাইলটের ছুরির হামলা ইরান-যোগ খতিয়ে দেখছে ইজরায়েল

নয়া জামানাঃ ফ্লাই দুবাইয়ের তেল আভিভগামী বিমানের ককপিটে হামলার ঘটনাকে সন্ত্রাসী হানা বলে অভিহিত করেছে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ। তবে এই হামলার সঙ্গে ইরানের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বা তাঁর দপ্তরের তরফেও সরাসরি এমন কোনও দাবি করা হয়নি। পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের আবহে তাই ঘটনাটি ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার সকালে ফ্লাই দুবাইয়ের এফজেড ১০৭৩ বিমানটি দুবাই থেকে তেল আভিভের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অভিযোগ, উড়ানের সময় ককপিটে ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর আচমকা ছুরি নিয়ে হামলা চালান সহ-পাইলট। হামলায় গুরুতর জখম হন ক্যাপ্টেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে বিমানটি প্রায় দুমিনিটে ১৭ হাজার ৪০০ ফুট নীচে নেমে যায়। পরে অন্য পাইলট ও বিমানকর্মীরা নিয়ন্ত্রণে আনেন বিমানটিকে।

বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমে তাবুক বিমানবন্দরে বিমানটির জরুরি অবতরণ করানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হামলার পর ককপিটের ভিতর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন। ঘটনার সময় বিমানে অধিকাংশ যাত্রীই ইজরায়েলি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে হামলার নেপথ্যে ইরানের কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

হিরো ভারতীয় পাইলটকে কুর্নিশ মোদির, প্রশংসায় জয়শঙ্কর, নেতানিয়াহু, ট্রাম্প

নয়া জামানাঃ মাঝ আকাশে সহ-পাইলটের হামলায় গুরুতর আহত হয়েও অসীম সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিলেন ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর। তাঁর তৎপরতায় ফ্লাইদুবাইয়ের বোয়িং ৭৩৭ বিমানে থাকা ১৭০-রও বেশি যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করে তাঁকে হিরো বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, গুরুতর বিপদের মধ্যেও ক্যাপ্টেন মচ্ছর দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তাঁর বীরত্বের কারণে বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভারত তাঁর জন্য গর্বিত বলেও মন্তব্য করেন মোদি। পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। সূত্রের খবর, মচ্ছরের স্ত্রী ও বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার সকালে ১৭০-রও বেশি যাত্রী নিয়ে উড়ছিল



ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানটি। অভিযোগ, প্রায় ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায় সহ-পাইলট বিমানটিকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে আটকাতে গেলে ক্যাপ্টেন মচ্ছরের উপর হামলা হয়। গুরুতর আহত অবস্থাতেও তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ককপিটের দরজা খুলে দেন। এরপর যাত্রী ও কেবিন ক্রুরা এগিয়ে এসে হামলাকারীকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে বিমানে থাকা দুই রিলিফ পাইলট দায়িত্ব নেন। বিমানটি সৌদি আরবের তাবুকে ডাইভার্ট করে

নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। এক দস্ত চিকিৎসক আহত মচ্ছরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। ক্যাপ্টেন মচ্ছর গত চার বছর ধরে ফ্লাইদুবাইয়ে কর্মরত। এর আগে প্রায় ১০ বছর স্পাইসজেট কাজ করেছেন। বোয়িং ৭৩৭ চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর ১৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা এবং প্রায় ৯, ৭৫০ ঘণ্টা উড্ডয়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও।

হিমবাহ হ্রদে নজরদারি বাড়াল ভারত চিহ্নিত ২৮ হাজারের বেশি হ্রদ

নয়া জামানাঃ হিমালয়ের বুকে থাকা হিমবাহ হ্রদগুলির উপর নজরদারি আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ করেছে ভারত। ইসরোর অধীন ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে সিকিম দেশের হিমবাহ সংলগ্ন নদী অববাহিকাগুলির একটি বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করেছে। ২০১৬-১৭ সালের উচ্চ রেজোলিউশনের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে অন্তত ০.২৫ হেক্টর আয়তনের ২৮ হাজার ৪৩টি হিমবাহ হ্রদ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫৭০টি হ্রদ ভারতের ভূখণ্ডে এবং ২০ হাজার ৪৭৩টি হ্রদ সীমান্তবর্তী এলাকায় রয়েছে। দেশের ভিতরে থাকা হ্রদগুলির সংখ্যাও সব জায়গায় সমান নয়। লাদাখে ৩২১৯টি, অরুণাচল প্রদেশে ২১৮৮টি, সিকিমে ৭৩৩টি, জম্মু ও কাশ্মীরে ৫৪৬টি, হিমাচল প্রদেশে ৫৩৭টি এবং উত্তরাখণ্ডে ৩৪৭টি হ্রদ চিহ্নিত হয়েছে। তবে শুধু হ্রদের সংখ্যা জানা নয়, কোনগুলি ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে, সেটাই এখন নজরদারির অন্যতম লক্ষ্য। ইসরোর দীর্ঘমেয়াদি উপগ্রহ পর্যবেক্ষণে ১৯৮৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০ হেক্টরের বেশি আয়তনের ২ হাজার ৪৩১টি হ্রদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ১৯৮৪ সালের পর থেকে ৬৭৬টি হ্রদের আয়তন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। হিমবাহ গলে জল জমার ফলে আয়তন বাড়তে থাকা এই হ্রদগুলির



মধ্যে ১৩০টি ভারতের ভূখণ্ডে রয়েছে। এই ধরনের হ্রদের ক্ষেত্রে হঠাৎ প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে বিপুল জল নেমে এলে তৈরি হতে পারে গ্লেশিয়াল লেক আউটবাস্ট ফ্লাড। যার জেরে পাহাড়ি এলাকায় নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়ে নিচের দিকে থাকা জনবসতি, রাস্তা, সেতু এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হ্রদের বিপর্যয় সেই আশঙ্কারই ভয়াবহ উদাহরণ।

২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর রাতে হ্রদের কাছে বড়সড় হিমবাহ ধসের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। আইআইটি ভুবনেশ্বরের গবেষক অসীম সান্তারের নেতৃত্বে হওয়া গবেষণায় উঠে এসেছে, প্রায় ১৪.৭ মিলিয়ন ঘনমিটার বরফ ও হিমবাহের অংশ হ্রদে পড়ে প্রায় ২০ মিটার উঁচু ঢেউ তৈরি করেছিল। সেই ঢেউ হ্রদের সামনের প্রাকৃতিক বাঁধে আঘাত করে তা ভেঙে দেয় এবং প্রায় ৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার জল বেরিয়ে যায়। প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে প্রায়

২৭০ মিলিয়ন ঘনমিটার পলি ও মাটি নিচের দিকে নেমে তিস্তা নদীতে মিশেছিল। গবেষণায় আরও দেখা যায়, বিপর্যয়ের আগে কয়েক বছর ধরেই লোনাক হ্রদের কিছু অংশের অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছিল। এই ঘটনার পর হিমবাহ হ্রদ নিয়ে কেন্দ্রের প্রস্তুতিও আরও জোরদার হয়েছে। ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ১৯৫টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ চিহ্নিত করেছে। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডে গোল-এর ঝুঁকি কমাতে ১৫০ কোটি টাকার জাতীয় কর্মসূচিও অনুমোদন করা হয়েছে। দেশের জলবিদ্যুৎ পরিকাঠামোকেও এই ঝুঁকির আওতায় এনে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি এমন ৪৭টি বাঁধ চিহ্নিত করেছে, যেগুলি হিমবাহ হ্রদ ভেঙে হড়পা বান নামলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অর্থাৎ শুধু পাহাড়ি জনপদ নয়, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকেও আগাম প্রস্তুতির আওতায় আনা হচ্ছে।

শাসক শিবিরের বহু বিধায়ক যোগাযোগ রাখছেন, মন্তব্য অখিলেশের

নয়া জামানাঃ উত্তরপ্রদেশে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে চমক দিল সমাজবাদী পার্টি (সপা)। অধ্যাপক রাম গোপাল যাদবের পাশাপাশি রিলায়েন্স গ্রুপের অন্যতম শীর্ষকর্তা ধনরাজ নাথওয়ানিকে প্রার্থী করল অখিলেশ যাদবের দল। বৃহস্পতিবার দুই প্রার্থীই মনোনয়নপত্র জমা দেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং সপা প্রধান অখিলেশ যাদব রাম

গোপাল যাদবের প্রার্থী হওয়া অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল। তবে ধনরাজ নাথওয়ানিকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ধনরাজের বাবা পরিমল নাথওয়ানি রিলায়েন্স গ্রুপের অন্যতম শীর্ষকর্তা। তিনি ঝাড়খণ্ড থেকে এনডিএ-র সমর্থনে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।





১ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

চার দশক পর এশিয়ান গেমসের ফাইনালে ভারতীয় মেয়েরা

নয়া জামানা ৪ দীর্ঘ ৪৪ বছরের খরা কাটানোর হাতছানি। এশিয়ান গেমসে ১৯৮২ সালে শেষবার হকিতে সোনা জিতেছিল ভারতীয় মহিলা দল। এবার জাপানে সেই সোনালি মুহূর্তের পুনরাবৃত্তির সুযোগ রয়েছে সালিমা তেতেদের সামনে। বুধবার দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠল ভারতের মেয়েরা। নিদেনপক্ষে রূপো নিশ্চিত। তবে আত্মতুষ্টি এড়িয়ে ৪৪ বছরের খরা কাটাতে বন্ধপরিবর্তন তারা। শুক্রবার ফাইনালে চীনকে হারিয়ে সোনা জেতাই একমাত্র লক্ষ্য তাদের। সফল হলে সোনার পাশাপাশি সরাসরি ২০২৮ লস এঞ্জেলস ওলিম্পিকসের ছাড়পত্রও পেয়ে যাবেন সামিলা-দীপিকারা চলতি এশিয়াডের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারতের দেশের প্রমীলা ব্রিগেড। রীতিমতো গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন তারা। গ্রুপ স্টেজেই ৬৬ বার প্রতিপক্ষের জাল কাঁপিয়ে পুল বির শীর্ষে থেকে অর্জন করেছে নক-আউটে যোগ্যতা। তবে বুধবার সেমি-ফাইনালে ভারতকে কড়া



চ্যালেঞ্জ জানায় দক্ষিণ কোরিয়া। প্রথম দুটি কোয়ার্টারে গোলের দরজা খোলেনি। ম্যাচে অবশ্য ভারতেরই আধিপত্য ছিল। এই পর্বে ৮টি পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন দীপিকারা। তবে গোল আসেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে আরও আক্রমণাত্মক দেখায় ভারতীয় দলকে। অবশেষে ৪৪ মিনিটে আসে পয়ে জাল কাঁপান দীপিকা (১-০)। তিন মিনিট বাদেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্যাপ্টেন সামিলা (২-০)। চলতি এশিয়াডে ভারতের পুরুষ হকি দলও দারুণ ছন্দে রয়েছে।

এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অপরাজিত হরমনপ্রীত সিংরা। ৫ ম্যাচের সবকিছুতেই জিতেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সেমি-ফাইনালে টিম ইন্ডিয়ায় প্রতিপক্ষ পাকিস্তান চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ছন্দ ধরে রেখে সোনার লড়াইয়ে পৌঁছানোই লক্ষ্য কোচ ক্রেগ ফুলটনের ছেলেদের। তবে এরই মধ্যে চিন্তা বাড়িয়েছে মিডফিল্ডার রাজকুমার পালের চোট। গেমস থেকেই ছিটকে গিয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবর্তে স্কোয়াডে এসেছেন অভিজ্ঞ নীলকান্ত শর্মা।

রোনাল্ডোর অবসর ঘিরে জল্পনা পর্তুগিজ ফুটবলে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা ৪ নিজের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলারদের অন্যতম ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ৪১ বছর বয়সে বিশ্বকাপ খেলেও এখনও বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা তাঁর। দীর্ঘ কেরিয়ারে একের পর এক নজির গড়ার পরও জাতীয় দলের জার্সি থেকে সরে দাঁড়াননি পর্তুগিজ মহাতারকা। বরং সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ঘিরে তাঁর অবসর নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। নরওয়ের বিরুদ্ধে নেশনস লিগের শেষ ম্যাচে পর্তুগালের কোচ হোর্হে জেসাস রোনাল্ডোকে মাঠে নামাননি। সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় বিতর্ক। সূত্রের খবর, পরিস্থিতির জেরে জাতীয় দলের শিবির মাঝপথে ছেড়ে বেরিয়ে যান রোনাল্ডো। এর পরেই প্রশ্ন উঠেছে, পর্তুগালের জার্সিতে এটাই কি তাঁর শেষ অধ্যায়? লিওনেল মেসি ইতিমধ্যেই সসম্মানে অবসর নিয়েছেন। তা হলে রোনাল্ডো কেন এখনও জাতীয় দলের হয়ে খেলে চলেছেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে ফুটবলমহলে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, রোনাল্ডোর অবসরের সঙ্গে পর্তুগিজ ফুটবলের



আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিকও জড়িয়ে রয়েছে। পর্তুগিজ ইনস্টিটিউট অফ মার্কেটিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড্যানিয়েল সা-র মতে, জাতীয় দলের তুলনায় রোনাল্ডোর ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডমূল্য অনেক বেশি। তাঁর বক্তব্য, গত দুই দশকে রোনাল্ডোর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একাধিক বাণিজ্যিক ফেডারেশন। ফলে তাঁর অবসর ফেডারেশনের আয়ে প্রভাব ফেলতে পারে ড্যানিয়েলের দাবি, রোনাল্ডো শুধু ফুটবলার নন, পর্তুগালের একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে বিপুল

জনপ্রিয়তার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিনিয়োগও রয়েছে। তাই অবসরের পরও তাঁর প্রভাব বজায় থাকবে। তবে ফেডারেশনের জন্য তৈরি হবে নতুন চ্যালেঞ্জ। ড্যানিয়েলের মতে, রোনাল্ডোর উত্তরসূরি হিসেবে একই রকম জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক আবেদনসম্পন্ন নতুন তারকা তৈরিতে আরও আগে থেকেই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের। এখন রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পর্তুগিজ ফুটবলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সামনে আসছে।

গিলের দ্বিশতরানে ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে সিরিজ ভারতের

নয়া জামানা ৪ গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দর্শকরা এই ম্যাচ বহুদিন মনে রাখবেন। এক ম্যাচেই একের পর এক রেকর্ড। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ব্যাটারের শতরান, ৪০৫ রানের সর্বোচ্চ ওয়ানডে স্কোর; পরে রোহিত শর্মার শতরান এবং শুভমন গিলের বিধ্বংসী দ্বিশতরান। ৩৯ বল বাকি থাকতেই ৪০৬ রান তুলে আট উইকেটে জিতল ভারত। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে অপ্রতিরোধ্য লিড নিল তারা টিসে জিতে ফিল্ডিং নেন অধিনায়ক গিল। শুরু থেকেই ভারতীয় বোলিংকে চাপে রাখেন জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপ ও আমির জাস্ক। ক্যাম্পবেল ১০১, হোপ ১০৪ এবং জাস্ক ১১৪ রান করেন। তাঁদের দাপটে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ৪০৫ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অভিষেক হওয়া অকিব নবি ৮.৫ ওভারে ৮৪ রান দিয়ে উইকেটশূন্য থাকেন। গুরনুর ব্রার ১০ ওভারে ৯৬ রান দিয়ে দুটি উইকেট নেন। জবাবে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভারত।



রোহিত শর্মা ৭৫ বলে ১০১ রান করেন, মারেন ১০টি চার ও ছটি ছক্কা। তাঁর সঙ্গে ২৫৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন গিল। অধিনায়ক ১৩৩ বলে অপরাজিত ২২৩ রান করেন। ১১৭ বলে দ্বিশতরান পূর্ণ করে দ্রুততম ওয়ানডে দ্বিশতরানের রেকর্ড গড়েন তিনি। ৪৩.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ভারত। এই জয়ে ভারতের সর্বোচ্চ সফল ওয়ানডে রান তাড়ার রেকর্ডও হল। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ শনিবার নিউ চণ্ডীগড়ে। এরপর ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে

পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ম্যাচে মোট পাঁচটি শতরান হয়েছে, যা ওয়ানডে ইতিহাসে নজিরবিহীন। গিলের ২২৩ রান ভারতের হয়ে রান তাড়ায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। রোহিতও ১২ হাজার ওয়ানডে রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন। গিলের শতরান আসে ৬২ বলে। তাঁর ইনিংসে ছিল ২৪টি চার ও সাতটি ছক্কা। ৪০০ রানও দ্রুততম সময়ে তড়া করার কৃতিত্ব পায় ভারত। দুই ওপেনারের ব্যাটিং ক্যারিবিয়ান বোলিংয়ের পরিকল্পনা ভেঙে দেয়।

শ্রীলঙ্কা-বধে ফাইনালে ভারত এশিয়াডে ফাইনাল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

নয়া জামানা ৪ ভারত ১৬৯/৭ (ঈশান ৮০, বৈভব ৩৮, আরাচিগে ২৮/২, রত্নায়েকে ৩২/২) শ্রীলঙ্কা ৪৫/১০ (নুওয়ানিদু ১৫, আরাচিগে ৯, অভিষেক ২/২, বুমরাহ ৭/২, অক্ষর ৮/২) ১২৪ রানে জয়ী ভারত। গতবারের সোনার পদক ধরে রাখার লক্ষ্যে এশিয়ান গেমসে নামা ভারত পৌঁছে গেল পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১২৪ রানে হারাল শ্রেয়স আইয়ারের দল। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৯ রান তোলে। জবাবে মাত্র ৯.৫ ওভারে ৪৫ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টির কারণে কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচেই পরিত্যক্ত হওয়ায় চার সিডেড দল সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল। সেই সুবিধা পেয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত। শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান শ্রীলঙ্কার



অধিনায়ক সাহান আরাচিগে। শুরুতেই থাকা খায় ভারত। অভিষেক শর্মা ৭ এবং সঞ্জু স্যামসনও ৭ রান করে ফেরেন। তবে বৈভব সূর্যবংশীর ২১ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস ভারতকে গতি দেয়। পরে কঠিন উইকেটে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করেন ঈশান কিষান। ৪৬ বলে ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কা। ১৭০ রানের লক্ষ্য তড়া করতে নেমে শুরুতেই ভেঙে পড়ে শ্রীলঙ্কা। জশপ্রীত বুমরাহ প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট নিয়ে চাপ তৈরি করেন। পাওয়ার প্লেয়ার মধ্যেই ৩১ রানে ছয় উইকেট হারায় দ্বীপরাষ্ট্র।

বুমরাহ ও অক্ষর প্যাটেল দুটি করে উইকেট নেন, অভিষেক শর্মাও নেন দুটি। ভারতীয় ফিল্ডারদের তিনটি রান আউটও শ্রীলঙ্কার বিপর্যয় আরও বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ৪৫ রানেই শেষ হয় তাদের ইনিংস। অন্য সেমিফাইনালে বৃষ্টিবিঘ্নিত ১৩ ওভারের ম্যাচে বাংলাদেশকে ছয় উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ ১১১/৭ করার পর ১১.৩ ওভারে লক্ষ্য টপকে যায় পাকিস্তান। ফলে শনিবার, ৩ অক্টোবর সোনার পদকের লড়াইয়ে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান।

আইএসএল সম্প্রচারে সোনি টিভির পাশাপাশি ইউটিউবেও ম্যাচ

নয়া জামানা ৪ এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) সম্প্রচারের দায়িত্ব পেতে চলেছে সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া। ফলে সোনি লিভ এবং সোনি আট-এ দেখা যেতে পারে এবারের আইএসএলের ম্যাচ। পাশাপাশি

ইউটিউবেও প্রতিযোগিতার ম্যাচ সম্প্রচার করা হবে। বিষয়টি নিয়ে ক্লাবগুলির মধ্যে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আইএসএলের ম্যাচ ইউটিউবে সম্প্রচারের পরিকল্পনার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল দর্শকদের ফুটবল-আগ্রহ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য

সংগ্রহ। নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচ দেখানোর মাধ্যমে দর্শকসংখ্যার হিসাব যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই সম্প্রচার থেকে আয়ের সুযোগও তৈরি হবে। তবে একই সঙ্গে একটি সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে আইএসএল দেখানোর

পরিকল্পনাও ছিল ক্লাবগুলির। এই সূত্রেই জি-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জি-এর আর্থিক প্রস্তাব ক্লাবগুলির পছন্দ হয়নি বলে সূত্রের খবর। পরবর্তীতে জিও হটস্টারও আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে সেই

আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়নি। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের একাধিক ম্যাচ সম্প্রচারের সঙ্গে যুক্ত সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া আইএসএল নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু

হয়। সূত্রের খবর, দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। সোনি কর্তাদের আইএসএলের ক্রীডাসূচিও দেখানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে সরকারি ঘোষণা হতে পারে।